R. N- No, 2532/57 Phone No. RGG, 112 Regd No—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতাপত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয় ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা | রঘুনাথ গঞ্জ ২০শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯২ সাল ৬ই নভেম্বর ১৯৮৫ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২'০০, ১৪'০০ সডাক

ফরাক্কায় দেখভালের অভাবে সরকারী বন সাফ হয়ে যাচ্ছে

ফরাক্কা : নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনসৃজন প্রকল্পে আনুমানিক এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফিডার ক্যানেলের উভয় তীরে ফরাক্কা থেকে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত অরণ্য তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ পরিবেশ উন্নত রাখতে তাঁদের দায়িত্বে সর্বপ্রথম প্রায় আটশ হেক্টর জমিতে এক অরণ্য তৈরী করেন। তৎপরবর্তীতে ফিডার ক্যানেলের উভয় পার্শ্বে নানান জাতের বৃক্ষরোপন করে ক্যানেলের পাড়ের ক্ষয়রোধের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অকালেই ক্যানেলের উভয় তীরের গাছগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সুষ্ঠ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ রাজ্যসরকারের বনবিভাগের হাতে ফরাক্কা ও ফিডার ক্যানেলের অরণ্য পরিকল্পনা হস্তান্তরিত করেন। রাজ্যসরকারের বনবিভাগের দায়িত্বে বৃক্ষরোপণ, চারা তৈরী ও বিতরণ চলতে থাকে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই পলাশীর ডিয়ার ফরেষ্ট, বল্লালপুর, আলিনগর, বাঘমারি, পাটলাগ্রাম, শঙ্করপুর প্রভৃতি গ্রামের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সবুজ বনানীতে ঝলমল করে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে স্বার্থান্বেষী বেশ কিছু চোরাই কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর চক্রান্তে বনের ভাল ভাল মূল্যবান গাছ কাটা পড়ছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যদি এভাবে গাছ কাটা চলতে থাকে তবে দু-এক বছরের মধ্যেই এই বনের কোন চিহ্নই থাকবে না। বনবিভাগ যে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করেছিলেন তা পর্য্যন্ত লোপাট হতে চলেছে। বনবিভাগের রেঞ্জার গৌতম চ্যাটার্জীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান বৃহৎ এই বনাঞ্চলে মাত্র দশ বারোজন কর্মী নিয়ে তদারকী করা সম্ভব নয়। সংখ্যার স্বল্পতার জন্য সমাজবিরোধীদের হাতে তারা প্রায়ই নিগৃহীত হয়। বনাঞ্চলের জবর দখল করে অনেক ঘরবাড়ী গড়ে উঠেছে; হাজার হাজার গাছ কেটে বন সাফ করে চাষের জমি তৈরী হয়েছে। তাতে রীতিমত চাষবাস হতে দেখা যাচ্ছে। এদিকে শোনা যাচ্ছে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কোন লিখিত চুক্তি সম্পাদন হয়নি রাজ্যসরকারের। ফলে দায়িত্ব প্রকৃত পক্ষে কার তা কেউ সঠিক নির্দ্ধারণ করতে পারছেন না। ফলে বন কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ফরেষ্ট আইনানুযায়ী দোষীকে শাস্তি দেবার অধিকারী নয়। তারা শুধুমাত্র থানায় এজাহার করেই খালাস।

(জের তৃতীয় পাতায়)

নাগরিকরা চাইছেন রবীন্দ্রভবন গড়ে উঠুক

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পৌরোনাগরিকরা চাইছেন স্থানীয় রবীন্দ্রভবন ভালভাবে গড়ে উঠুক। এই ভবনের পরিকল্পনা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই প্রায় প্রয়াত, কিন্তু আজও 'রবীন্দ্রভবন' ভবন হয়ে গড়ে উঠলো না। তার শনির দশা এখনও কাটেনি। আদিকালের কথা ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কত টাকা অতলে তলিয়ে গেছে তার ইতিহাস জানা থাকলেও অনেকে বলতে চাননা অপ্রিয় হবার ভয়ে। কিন্তু বর্তমান পরিচালক মণ্ডলীর হাতে সরকার বেশ কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছেন সেকথা সকলেরই জানা। কিন্তু তথাপি যে তিমিরে সেই তিমিরেই। বিশাল একটা গোডাউনের মত বাড়ী উঠেছে এই পর্যন্ত। পূর্বে মাথায় ছাদ ছিল না এখন ছাদ হয়েছে। কিন্তু অন্দর মহলে বসার কোন ব্যবস্থা নাই, নাই বিজলীর ব্যবস্থা। আলো, বাতাস প্রবেশের জানালার চিহ্নগুলি পাতলা ইঁটের গাঁথনী দিয়ে বন্ধ করা আছে জানলা করতে পারা যায়নি সেই কারণে স্থানীয় গণনাট্য সংঘ রবীন্দ্রভবনের সুষ্ঠু নির্মাণের দাবী নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু ফলাফল অজ্ঞাত। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, কমিটির সভ্যরা জনগণের কাছে তাঁদের অসুবিধা কোথায় সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না কেন ?

শ্রেষ্ঠতম পীচরোড !

রঘুনাথগঞ্জ : বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি জঙ্গিপুর পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী কতদূর রূপায়িত হ'য়েছে তা পরিদর্শনে সরকারী ইনজিনিয়ারের একটি দল এসেছিলেন। তাঁরা পৌরসভার কাজকর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে জনৈক পৌর কমিশনারের বাড়ীর সম্মুখের পীচরাস্তা দেখে বিস্মিত হ'য়ে মন্তব্য করেন—পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই ভারতের কোথাও এত সুন্দর পীচ রোড আছে কিনা সন্দেহ ! তবে এটুকু তাঁরা মন্তব্য করেন, অন্যত্র এত সুন্দর কাজ কেন হয়নি তা বুঝতে তারা অক্ষম। পৌর কমিশনারের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় যে ব্যয় করা হ'য়েছে তাতে শহরের প্রায় সব রাস্তা মোটামুটি পীচ বাঁধাই হ'য়ে যেত।

পাটচাষীদের ডেপুটেশন

জঙ্গিপুর ১ নভেম্বর : গত ৩১ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কৃষক কমিটির নেতৃত্বে শতাধিক পাটচাষী, পাটের দর কুই: প্রতি নূন্যতম ৬০০ টাকা, পাট শিল্প জাতীয় করণ, জে, সি, আই মারফৎ পাট কেনা প্রভৃতির দাবীতে স্থানীয় জে, সি, আই-এর ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন। পাট চাষীদের লইয়া স্থানীয় জে, সি, আই দপ্তরে পাট চাষীরা পাট বিক্রী করতে এসে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি হচ্ছেন। পাটের সঠিক দাম দেওয়া হচ্ছে না। পাটের গ্রেড-এ কারচুপি করা হচ্ছে। ফড়েদের সঙ্গে যোগসাজস করে পাট চাষীদের পাট কিনতে গড়িমসি করা হচ্ছে। পাটচাষীরা ৪/৫ দিন ধরে পাট নিয়ে জে, সি, আই দপ্তরে পড়ে থাকছেন। এর প্রতিকারের জন্যই মূলতঃ আইনের ডেপুটেশন। ম্যানেজারের সঙ্গে পাট চাষীদের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাটচাষীদের পাট কেনার অগ্রাধিকার এবং পাট ক্রয় কেন্দ্রকে সম্প্রসারিত করার দাবীর যৌক্তিকতা ম্যানেজার মেনে নেন। ডেপুটেশনে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষক নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ব্লক কৃষক নেতা মহঃ গিয়াসুদ্দিন, এনামুল হক ও ফরমেজ আলি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৯২

ধর্ষিত নীতিবোধ

বর্ত্তমান যুগে সকল রকম নীতিবোধ মানুষের অন্তর থেকে শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। যাহারা নীতি লইয়া থাকিতে চাহেন তাহাদিগকে মানুষ মস্তিষ্ক বিকৃতের পর্যায়ে গণনা করে। সে কারণেই আমাদের চারিদিকে চাহিলেই দেখিতে পাই দুর্নীতি। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি সমাজ সেবার ক্ষেত্রে সর্বত্রই নীতিবোধের অভাব দৃশ্যমান। দুর্নীতির অভিযোগে বিহারে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্যকে পদত্যাগ করিতে আচার্য্য আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। হাসপাতালগুলিতে ওষুধ চুরী, ভেজাল ওষুধ সরবরাহ, কাজে গাফিলতির অভিযোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাক্তারেরা আর্তের সেবা ভুলিয়া স্বার্থের সেবায় আত্ম নিয়োজিত। বিবাহে পণের দাবী লইয়া এ যুগেও বধূ নির্য্যাতন, বধূ হত্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষ অর্থের লালসায় পাগল হইয়া ন্যায় অন্যায় ভুলিয়া যে কোন প্রকারে অর্থ লাভকে জীবনের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছে। সর্বত্র নীতিবোধ ধর্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি বামফ্রন্ট সরকারের জনহিতকর একটি কার্য্যের মহান নিদর্শন হিসাবে গড়িয়া উঠিল "রামকেন সেতু"। উদ্বোধন দিবসে বহু আড়ম্বরে মন্ত্রী মহোদয়েরা ও স্থানীয় বিধায়ক অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া গর্বভরে সেতু ও রাজপথের উদ্বোধন করিলেন। সেতুর উপর মারবেল প্লেটে সেতুর নাম ও উদ্বোধকদের নাম লিখিয়া যশোগাথা প্রোথিত হইল। তাহার রং এখনও প্রভাত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল। কিন্তু যে রাজপথ ও সেতুকে কেন্দ্র করিয়া এত ঢক্কা নিনাদ তাহার দীন অবস্থা এক মাসের মধ্যেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। পীচ উঠিয়া যাওয়া পাথরখসা রাজপথ ব্যঙ্গ করিতেছে জননেতাদের আনন্দ উদ্দীপনাকে। সেতুর স্থানে স্থানে ফুটপাতে ফাটল ধরিয়াছে। একমাস পূর্বেও যে সেতু ও রাজপথের উপর দিয় হাসিমুখে ভি, আই, পিদের গাড়ী গুলি যাতায়াত করিয়াছিল ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের ও পি-ডাব্লু, ডির অফিসারদের চকচকে পোষাকের জেল্লার প্রতিচ্ছবি রাজপথে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল, সেই রাজপথই এক মাসের মধ্যে যাত্রীদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পথ নির্মাণে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের হিসাব জনগণকে নিবেদন করিয়া আত্ম গর্ব বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন মুখ লুকাইয়া না থাকিয়া নির্ম্মোতাদের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলে জনগণ অন্ততপক্ষে তাহাদের নীতিবোধ আজও ধর্ষিত হয় নাই জানিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। নতুবা এই ধারণায় বদ্ধমূল হইতে বাধ্য যে কেহই সততা রক্ষায় তৎপর নহেন, সকলেই আজ দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

এই বছর আমন ধানে বাদামী শোষক পোকা ও সাদাপিঠওয়ালা শোষক পোকার আক্রমন দেখা যাচ্ছে। বর্ত্তমানে বড়ঞা থানাতে এই পোকা দেখা যাচ্ছে। এই পোকা দেখতে অনেকটা শ্যামা পোকার মত। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই দুই অবস্থাতে এদের গায়ের রং গাঢ় বা হাল্কা বাদামী। এদের ডানা পুরোটা থাকতে পারে বা অর্দ্ধেকটা থাকতে পারে। এদের পেটের দিকটা মোটা। ডিম পাড়বার ৬ থেকে ৭ দিন পরে বাচ্চা বেরোয় এবং ১৪/১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়। স্ত্রী পোকা পুরুষ পোকার চেয়ে একটু বড়।

এরা জলের কাছাকাছি গাছের গোড়ার দিকে রস চুষে খায়। যখন প্রতি গাছে এদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হয় তখনই আক্রান্ত গাছের পাতা কয়েক দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

দমনের উপায়

এই মরশুমে পোকা দমন করতে হলে নীচের ব্যবস্থাগুলি নিন।

১। লাল মাকড়সা পোকার শত্রু? যদি গোছে লাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায় তাহলে প্রতিদিন লক্ষ্য রাখুন।

২। প্রতি গোছে ৪/৫টির বেশী শোষক পোকা থাকলে এবং ফসল কাটতে দেরী থাকলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ওষুধ নিন।

৩। শতকরা আশী ভাগ থেকে গেলে ধান কেটে নিন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
ক) ডাইক্লোরভস ৭৬% (যেমন নুভান ইত্যাদি)	১ মি, লি,
খ) ফসফোমিডন ৮৫% (যেমন ডিমেক্রন ইত্যাদি)	½ মি, লি,
গ বি-এইচ-সি ৫০%	৫ গ্রাম
ঘ) কার্ব্বারিল ৫০%(যেমন সেভিন ইত্যাদি)	২½ গ্রাম
ঙ) মনোক্রটোফস ৪০% (যেমন নুভাক্রন ইত্যাদি)	১মি, লি,
চ) ক্লোরপাইরিফস ২০% (যেমন কোরোবান ইত্যাদি)	২ মি, লি
ছ) ম্যালথিয়ন ৫০% (যেমন সাইথিয়ন ইত্যাদি)	২, মি, লি,
জ) কুইনালফস ১'৫% ডাষ্ট (যেমন একালাক্স ডাষ্ট)	১২ কেজি একর প্রতি
ঝ) বি-এইচ-সি ১০% গুড়া	১২ কেজি একর প্রতি

৪। স্প্রে করার সময় NOZZLE টিকে গাছের গোড়ার দিকে রেখে স্প্রে করুন।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

উপজাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ : মির্জাপুর নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সহযোগিতায় ও জেলা নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১২ সেপ্টেম্বর থেকে মির্জাপুরে উপজাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত খেলা শেষে বেলডাঙ্গা আদিবাসী ক্লাব গণকর রবীন্দ্র সংঘকে ৯-৩ গোলে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পায়। রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সভাপতিত্বে ঐ দিনেই খেলা শেষে বিজয়ী ও রাণার্স আপ দল দুটিকে ট্রফিক দেওয়া হয়। দুই দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে গেঞ্জি ও জার্সি এবং প্রত্যেক দলকে একটি করে ফুটবল পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। ১৮শে সেপ্টেম্বর দুপুরে উদ্বোধন হয় উপজাতীয় কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা শিবিরের। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি, ডি, ও শিবির উদ্বোধন করেন; প্রধান অতিথি ছিলেন মির্জাপুর ডি, পি, উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃগাঙ্ক মণ্ডল। এই শিবিরে ৩৫ জন উপজাতি যুবক অংশ নেন। ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত শিবিরের কাজ চলে।

সরকারী বন সাফ হয়ে যাচ্ছে

(প্রথম পাতার জের)

দুই কর্তৃপক্ষের এই টানাপোড়েনের ফাঁকে সমাজবিরোধীরা নিজের স্বার্থ হাসিল করে চলেছেন। বনসৃজনের পরিকল্পনার ভরাডুবি ঘটছে। অভিজ্ঞ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের অভিমতে জানা যায়, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ৩৩% গাছ দরকার হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় কিন্তু সেই অনুযায়ী গাছের দারুণ অভাব। এখানে ভূমির তুলনায় গাছের সংখ্যা মাত্র ০.১৫%। অথচ ফরাক্কার মত ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এবং এন, টি, পি, সি ও ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে গাছের দরকার ৩২.৫%। বনসৃজন প্রকল্প অনুযায়ী সে কারণেই এই অঞ্চলে শিশু, ইউক্যালিপটাস, শিরীষ, সেগুন, অর্জুন, প্রভৃতি নানা গাছ লাগান হয়েছিল ও বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে সেগুলি প্রায়ই নির্মূল হতে বসেছে।

আর এক সূত্র থেকে সম্প্রতি শোনা গেছে, এন টি পি সি ও ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় বনবিভাগের সাহায্যে আবার বনাঞ্চল সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং এবছরই সত্তর হাজারের মত বিভিন্ন গাছের চারা লাগানো হয়েছে। অপরাধীদের দমনের ব্যাপারে সি, আই, এস, এফ বাহিনীর ও পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে বলে স্থির হয়েছে। তবে বন কর্তৃপক্ষের মতে শুধুমাত্র পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে এ অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়। এ ধরণের দমন করতে সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও হার্দিক সহায়তা বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন।

ধনপতনগর সংবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধনপতনগর প্রাই-মারী স্কুলগৃহের ছাদ নূতন ভাবে সংস্কার করার জন্য পৌরসভা অর্থ বরাদ্দ করেছেন। টেণ্ডার কলও হয়েছে।

ঐ স্কুলের পাশে গর্ত্তগুলি ভরাট করার জন্যও পৌরসভা ব্যবস্থা নিয়েছেন। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে।

একটি অকেজো টিউবওয়েল রিসিংকিং এর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কাজ আরম্ভ হয়েও এক অদ্ভুত পাইপ চুরির জন্য মাঝপথে কাজ বন্ধ রয়েছে। সংবাদে প্রকাশ পুরানো টিউব-ওয়েলের পাইপগুলি তুলে কমিশনার হরেন্ মণ্ডলের ঘরের বারান্দায় রাখা হয়। সেই পাইপগুলি কে বা কারা নাকি গোপনে লোপাট করায় কাজ বন্ধ। পুলিশে ডাইরী করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অপরাধী ধরা পড়েনি। গ্রামের লোকে বলে ঐ চুরির পরের দিনই নাকি কমিশনারের বাড়ীতে একটি নূতন টিউবওয়েল বসেছে। ঘটনাটি কাক-তালীয় সন্দেহ নাই।

দাবী দিবস পালন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ অক্টোবর জঙ্গিপুর মহকুমা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও জয়েন্ট কাউন্সিল অব হেলথ সার্ভিসেস্ কর্মীদের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারতের রাজ্যসরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ডাক দেওয়া 'চাকুরী নিরাপত্তা ও দাবী দিবস' এখানেও পালিত হয়।

সভায় মূল কর্মসূচী গৃহীত হবার পূর্বে যোশিমঠ বাস দুর্ঘটনায় নিহত খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কর্মী প্রয়াত অরুণ ভট্টাচার্য্যের শোক প্রস্তাবে এক মিনিট নীরবতা পালিত হয়। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের শ্রমিক-কর্ম্মচারী বিরোধী ৩১০, ৩১১ (২) (খ) ও ৩১১ (২) (গ) ধারাগুলির বিলোপের এবং অন্যান্য ৭টি দাবী গৃহীত হয়। দাবীগুলির মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ সকলের জন্য ৮.৩৩% বোনাস ইত্যাদি প্রধান। সভাশেষে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

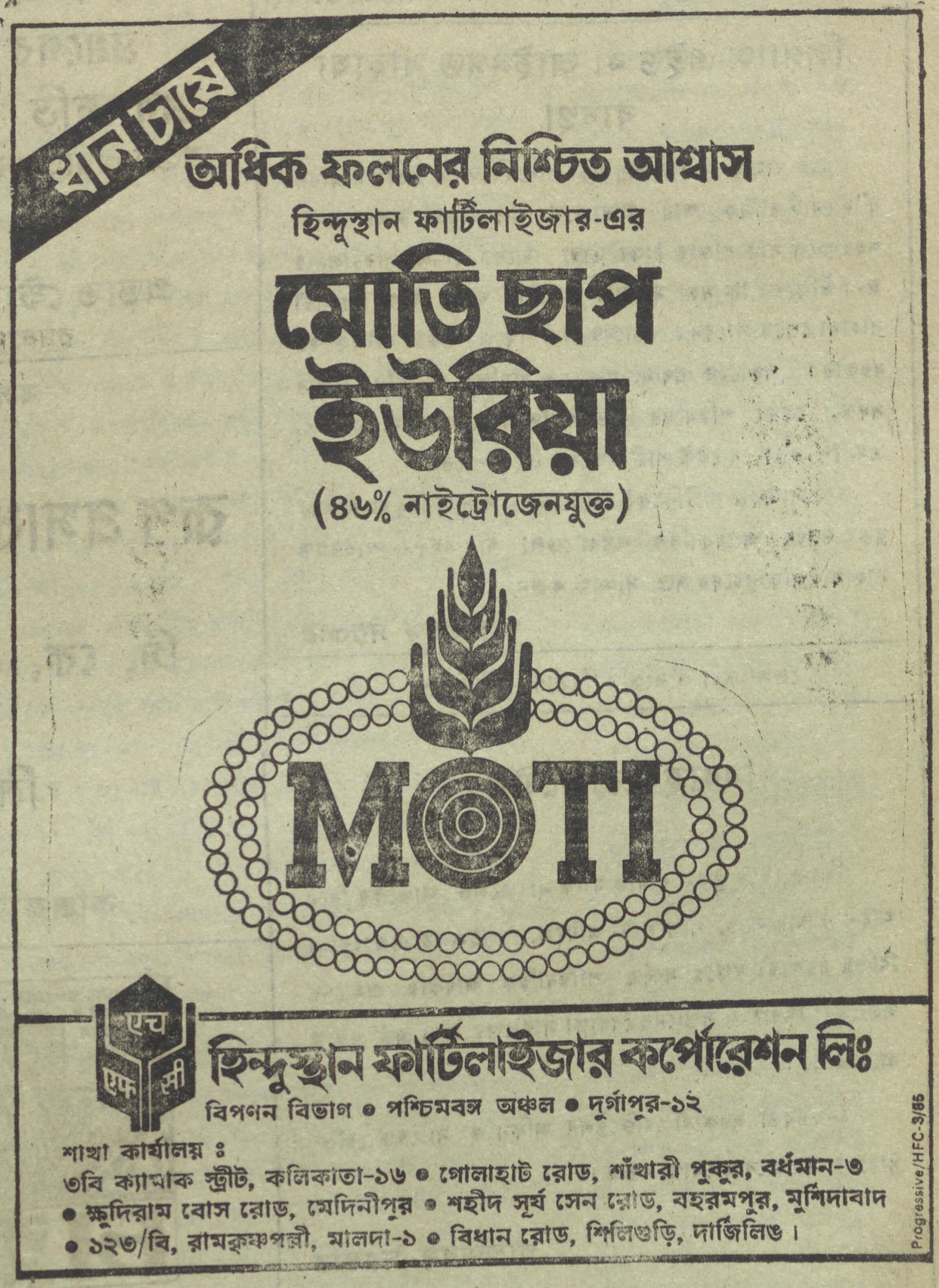

স্কুল নির্ব্বাচনে সমান সমান

সংবাদদাতা সাগরদিঘী : সম্প্রতি স্থানীয় এস, এন, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনমণ্ডলীর নির্বাচন হয়ে গেল। নির্ব্বাচনে মূলতঃ লড়াই হয় কংগ্রেস(ই) ও সি, পি, আই (এম) দলের মধ্যে। উভয় দলের দু'জন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

জায়গা বিক্রী

মিয়াপুরে মেন রোডের উপর বাসপোযোগী জায়গা বিক্রয় আছে। প্লট করে বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীশিবপ্রসাদ সরকার
ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার
জঙ্গীপুর রেজিষ্ট্রি অফিস

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি।
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রো: রতনলাল জৈন
পো: জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৪

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারাণ্টি সহ
বিক্রেতা
টেলিষ্টার ইলেকট্রানিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

বিশেষ সুযোগ

শারদীয় উৎসবে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে
'ষ্টীল ফার্ণিচার' দিয়ে ঘর সাজান।
১লা অক্টোবর থেকে দেওয়ালী পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টিল ফার্ণিচারে
শতকরা ৫% রিবেট দেওয়া হচ্ছে
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ঃ নিউ দিল্লী

লিগ্যাল এইড বা আইনগত সাহায্য ব্যবস্থা

এই সাহায্য ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে কোন নাগরিক যাঁর মোট বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে পাঁচ হাজার টাকা অথবা শহরাঞ্চলে সাত হাজার টাকা তাঁরা তাঁদের মামলা পরিচালনার জন্য উকিলের ফি সহ মামলার যাবতীয় খরচা বাবদ সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। তাঁদের আয় সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দরকার। পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌর সদস্য, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সদস্য, এম, এল, এ, এম, পি এঁরা যে কেউ সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট নিয়ে জেলা শাসক/মহকুমা শাসক/ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অথবা জেলা বা মহকুমা আইনগত সাহায্য অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক না হলেও আজকের দিনে আইন ও আদালতে, পাসপোর্ট অফিসে, লাইফ ইন্সিওরেন্স ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে সর্ব্বত্র পারিবারিক অধিকার প্রমাণের জন্য এবং বিবাহ ও সন্তানের বৈধ্যতা সাব্যস্তের জন্য এটি একান্ত প্রয়োজনীয়।

নিকটবর্তী সরকারী রেজিষ্ট্রেশন অফিস ও ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারদের সাথে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।